Bishbrikkho

by Bankim chandra chattopadhay · Language: BN

Summary by booksummaryai.com — https://booksummaryai.com/country/bn/bishbrikkho

Overview

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' একটি সামাজিক উপন্যাস যা উনিশ শতকের বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক নৈতিকতার জটিল সম্পর্ককে তুলে ধরে। উপন্যাসের মূল চরিত্র নগেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর স্ত্রী সূর্যমুখী এবং এক বিধবা বালিকা কুন্দনন্দিনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দেন, যা ধীরে ধীরে তাঁর জীবনে এক বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে। নগেন্দ্রনাথের মনে কুন্দনন্দিনীর প্রতি এক নিষিদ্ধ আকর্ষণ জন্ম নেয়, যা তাঁর বিবাহিত জীবন এবং পরিবারের শান্তিকে বিঘ্নিত করে।

উপন্যাসটি প্রেম, কর্তব্য, আত্মত্যাগ এবং সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে। সূর্যমুখী, একজন আদর্শ হিন্দু স্ত্রী হিসেবে, তার স্বামীর সুখের জন্য চরম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন, এমনকি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েও অন্যদিকে, কুন্দনন্দিনী তার সরলতা এবং অসহায়তার কারণে নগেন্দ্রনাথের জীবনে এক জটিলতার সৃষ্টি করে। হীরার মতো পার্শ্বচরিত্রগুলি এই বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এবং গল্পের ট্র্যাজেডিকে আরও গভীর করে তোলে। এই উপন্যাসটি দেখায় কিভাবে একটি আপাত নিরীহ ঘটনা ধীরে ধীরে এক ভয়াবহ পরিণতিকে আনতে পারে, যা তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান এবং নৈতিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করে।

Key Takeaways

- প্রেম এবং কর্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রায়শই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে গভীর সংকট তৈরি করে।
- সামাজিক বিধিনিষেধ এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সংঘাত মানুষের জীবনে বিষময় ফল বয়ে আনতে পারে।
- আত্মত্যাগ এবং উদারতা সবসময় সুখ নিয়ে আসে না, কখনও কখনও তা আরও জটিলতার জন্ম দেয়।
- অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অন্যের জীবনে প্রবেশ করা প্রায়শই অপ্রত্যাশিত এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।
- পরকীয়া প্রেম পারিবারিক শান্তি ও সম্পর্কের ভিত্তি নষ্ট করে দেয়, যা সকলের জন্য বেদনাদায়ক হয়।
- মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত এবং নৈতিক স্খলন কিভাবে একটি 'বিষবৃক্ষ' রোপণ করে তা এই উপন্যাসে স্পষ্ট।
- নারীর আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক অবস্থান তৎকালীন সমাজে কতটা ভঙ্গুর ছিল তা এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।

Chapter Summaries

প্রথম পর্ব: কুন্দনন্দিনীর আগমন ও নগেন্দ্রের চিত্তবিকার

ধনী জমিদার নগেন্দ্র দত্ত ও তাঁর গুণবতী স্ত্রী সূর্যমুখীর সুখী দাম্পত্য জীবন দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। একদিন নগেন্দ্র এক অনাথ বালিকা কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দেন। কুন্দনন্দিনীর সরলতা ও সৌন্দর্য নগেন্দ্রকে মুগ্ধ করে, যা তাঁর মনে এক নতুন অনুভূতির জন্ম দেয়। সূর্যমুখী স্বামীর এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে মনে কষ্ট

পান, কিন্তু তাঁর প্রতি নাগেন্দ্ররে ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ তখনও অটুট ছলি এই পর্বে কুন্দনন্দনীর আগমন নাগেন্দ্ররে জীবনে এক বষিবৃক্ষরে বীজ বপন কর, যা পরবর্তীতে জটলিতার সৃষ্টি করে

দ্বতিীয় পর্ব: সূর্যমুখীর আত্মত্যাগ ও নাগেন্দ্র-কুন্দনন্দনীর ববিাহ

নাগেন্দ্ররে মনে কুন্দনন্দনীর প্রতি গভীর অনুরাগ দখেে সূর্যমুখী চরম আত্মত্যাগরে সদ্ধিান্ত ননে তনিি মনে করনে, তাঁর উপস্থতিইি নাগেন্দ্ররে সুখরে পথে বাধা তাই তনিি স্বচ্ছোয় গৃহত্যাগ করনে এবং নাগেন্দ্র ও কুন্দনন্দনীর ববিাহরে ব্যবস্থা করনে সূর্যমুখীর এই মহৎ আত্মত্যাগ নাগেন্দ্রকে বস্মিতি ও ব্যথতি করে এরপর নাগেন্দ্র কুন্দনন্দনীকে ববিাহ করনে, যা সমাজে এবং পরবিারে এক নতুন বতির্করে জন্ম দযে়ে এই ববিাহ নাগেন্দ্ররে জীবনে আরও জটলিতা নয়িে আসে এবং সূর্যমুখীর অনুপস্থতিি তাঁর মনে গভীর শূন্যতা তরৈি করে

তৃতীয় পর্ব: সূর্যমুখীর নর্িবাসন ও হরিার প্রমে

গৃহত্যাগরে পর সূর্যমুখী নানা দুঃখ-কষ্টরে মধ্য দয়িে জীবন অতবিাহতি করনে তনিি পরশিষেে তাঁর বোন কমলমণরি বাড়তিে আশ্রয় পান, যখোনে তাঁর পরচিয় গোপন থাকে এদকিে, সূর্যমুখীর বশি্বস্ত দাসী হীরা, নাগেন্দ্ররে বন্ধু লম্পট দবেন্দ্ররে প্রতি এক গভীর, অপ্রাপ্ত প্রমে অনুভব করে দবেন্দ্র হীরাকে প্রথমে প্রলুব্ধ করলওে পরে তার প্রতি আগ্রহ হারয়িে ফলেে হীরার এই একতরফা প্রমে তাকে প্রতহিংসিাপরায়ণ করে তোলে এবং উপন্যাসরে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে তার ভূমকিা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে

চতুর্থ পর্ব: দবেন্দ্ররে কুন্দনন্দনীর প্রতি আকর্ষণ ও হরিার প্রতহিংসিা

দবেন্দ্র দত্ত, তার লম্পট স্বভাবরে কারণ, কুন্দনন্দনীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় এবং তাকে পাওয়ার জন্য নানা ফন্দি আঁটে সে কুন্দনন্দনীকে প্রলুব্ধ করার চষ্টো করে অন্যদকিে, হীরা দবেন্দ্ররে প্রতি তার অপ্রাপ্ত প্রমেরে কারণে এবং কুন্দনন্দনীর প্রতি ঈর্ষার বশে প্রতহিংসিাপরায়ণ হয়ে ওঠে সে দবেন্দ্র ও কুন্দনন্দনীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনরে জন্য মধ্যস্থতা কর, যা মূলত তার প্রতশিোধরে অংশ হীরা এই জটলি সম্পর্করে জাল বুনে পরবিাররে মধ্যে আরও অশান্তি সৃষ্টি করে এবং তার নজিরে ধ্বংসরে পথ প্রশস্ত করে

পঞ্চম পর্ব: সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তন ও পরবিাররে সংকট

দীর্ঘ নর্িবাসন ও দুঃখ-কষ্টরে পর সূর্যমুখী ছদ্মবশেে নজিরে বাড়তিে ফরিে আসনে প্রথমে তাকে কউে চনিতে পারে না, কিন্তু ধীরে ধীরে তার পরচিয় প্রকাশ পায় সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনে নাগেন্দ্র ও কুন্দনন্দনী উভয়ইে গভীর অপরাধবোধ ও মানসকি দ্বন্দ্বে ভোগনে পরবিারে এক নতুন সংকট দখো দযে়, যখোনে নাগেন্দ্র তার দুই স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ও ভালোবাসার টানাপোড়নেে জর্জরতি হন এই পর্বে পারবিারকি শান্তি বঘি্নতি হয় এবং চরত্রিগুলরি মানসকি যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করে

ষষ্ঠ পর্ব: দবেন্দ্ররে পতন ও হরিার পরণতি

দবেন্দ্ররে কুন্দনন্দনীকে পাওয়ার ব্যর্থ চষ্টো এবং তার লম্পট জীবন তাকে ধ্বংসরে দকিে ঠলেে দযে় তার নতৈকি অধঃপতন চূড়ান্ত রূপ নয়ে এবং একসময় সে করুণ পরণতি বরণ করে মৃত্যুবরণ করে অন্যদকিে, হীরার প্রতহিংসিাপরায়ণ কার্যকলাপ এবং তার ষড়যন্ত্ররে জাল উন্মোচতি হয় সে তার কৃতকর্মরে ফল ভোগ কর, সমাজে অপদস্থ ও একাকী হয়ে পড়ে এই পর্বে উপন্যাসরে খল চরত্রিগুলরি পরণতি দখোনো হয়, যা তাদরে অনতৈকি কার্যকলাপরে অবশ্যম্ভাবী ফল

সপ্তম পর্ব: কুন্দনন্দনীর বষিপান ও নাগেন্দ্ররে অনুশোচনা

কুন্দনন্দনী, তার জীবন ঘরিে থাকা জটলিতা, সামাজকি অপবাদ, এবং সূর্যমুখীর প্রতি তার অপরাধবোধ সহ্য করতে না পরেে চরম সদ্ধিান্ত নয়ে সে বষিপান করে আত্মহত্যা করে কুন্দনন্দনীর এই মর্মান্তকি মৃত্যু

নাগনেদ্রকে গভীরভাবে শোকাহত ও অনুতপ্ত করে তোলে তিনি নিজিরে ভুল বুঝতে পারনে এবং তার কৃতকর্মরে জন্য তীব্র অনুশোচনায় ভোগনে এই পর্বে বিষিবৃক্ষরে ফলস্বরূপ সৃষ্ট চূড়ান্ত ট্র্যাজডেি চিত্রিতি হয়, যা পাঠককে গভীরভাবে নাড়া দয়ে

অষ্টম পর্ব: সূর্যমুখী ও নাগনেদ্ররে পুনর্মলিন ও উপন্যাসরে সমাপ্তি

কুন্দনন্দনীর মৃত্যুর পর নাগনেদ্র গভীর বষিাদ ও অনুশোচনায় নমিজ্জতি হন সূর্যমুখী তার অটল ভালোবাসা, ক্ষমা এবং ধর্যৈ দয়িে নাগনেদ্রকে এই শোক থকেে বরেয়িে আসতে সাহায্য করনে তারা পুনরায় একত্রতি হন এবং তাদরে সম্পর্ক নতুন করে গড়ে ওঠে যদওি অতীতরে দুঃখজনক ঘটনাগুলরি স্মৃতি তাদরে জীবনে রয়ে যায়, তবুও তারা শান্তি ও স্থতিশিীলতা খুঁজে পান উপন্যাসটি অবধৈ প্রমে ও অনতৈকিতার ভয়াবহ পরণিতি এবং প্রকৃত ভালোবাসা ও ত্যাগরে মহমিা তুলে ধরে শষে হয়

Themes

- প্রমে ও কর্তব্য
- পারবিারকি সংকট
- সামাজকি নীতি
- নারীর আত্মত্যাগ
- পরকীয়া প্রমে
- কর্মফল

Frequently Asked Questions

What is Bishbrikkho about?

বষিবৃক্ষ নগনেদ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী সূর্যমুখী এবং আশ্রয়প্রাপ্ত বধিবা বালকিা কুন্দনন্দনীর প্রমে ও পারবিারকি সংকটরে গল্প নগনেদ্রনাথরে কুন্দনন্দনীর প্রতি আকর্ষণ কীভাবে তাঁদরে জীবনকে জটলি করে তোলে এবং এক বষিাদময় পরণিতি ডকেে আনে, তা এই উপন্যাসরে মূল বষিয়

Is Bishbrikkho worth reading?

হ্যাঁ, বষিবৃক্ষ অবশ্যই পড়ার মতো একটি উপন্যাস এটি বঙ্কমিচন্দ্ররে অন্যতম শ্রষ্ঠে রচনা, যা উনশি শতকরে বাংলার সমাজ, নতৈকিতা এবং মানবকি সম্পর্ককে গভীরভাবে তুলে ধরে এর জটলি চরত্রিায়ণ এবং মর্মস্পর্শী কাহনিী পাঠককে আকৃষ্ট করে

How does Bishbrikkho end?

Spoiler: উপন্যাসরে শষেে কুন্দনন্দনী বষিপান করে আত্মহত্যা করে নগনেদ্রনাথ তাঁর ভুল বুঝতে পারনে এবং গভীর অনুশোচনায় ভোগনে সূর্যমুখী ফরিে আসনে এবং নগনেদ্রনাথরে পাশে দাঁড়ান অবশষেে নগনেদ্রনাথ ও সূর্যমুখী পুনরায় একত্রতি হন, তবে তাদরে জীবনে বষিাদরে ছায়া রয়ে যায়

Who should read Bishbrikkho?

যারা বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন, বিশেষ করে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, তাদের জন্য বিষবৃক্ষ একটি চমৎকার পাঠ এটি উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও পারিবারিক সম্পর্ক সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক পাঠকদের জন্যও উপযুক্ত

How long does it take to read Bishbrikkho?

বিষবৃক্ষ পড়তে একজন গড় পাঠক প্রায় ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় নিতে পারেন, যা পাঠকের পড়ার গতি এবং উপন্যাসের গভীরতা অনুধাবনের উপর নির্ভর করে এটি একটি দীর্ঘ উপন্যাস হলেও এর কাহিনী অত্যন্ত আকর্ষণীয়

Best Quotes

“সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে”

প্রথম পরিচ্ছেদে

এই প্রবাদটি উপন্যাসের শুরুতে সূর্যমুখীর চরিত্র বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে এটি দেখায় যে কীভাবে একজন আদর্শ গৃহিণী তার সংসারকে সুখময় করে তুলতে পারে, যা সূর্যমুখীর চরিত্রের মূল ভিত্তি এবং তৎকালীন সমাজের নারীর প্রতি প্রত্যাশা

“যেখানে প্রেমে নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই”

এই উক্তিটি উপন্যাসের একটি গভীর দার্শনিক দিক তুলে ধরে এটি বোঝায় যে প্রকৃত ধর্ম্ম কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং প্রেম ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর সম্পর্কের জটিলতা ব্যাখ্যায় এটি প্রাসঙ্গিক এবং উপন্যাসের মূল সুর

“আমি তোমার দাসী, তুমি আমার প্রভু”

সূর্যমুখী এই কথাটি নগেন্দ্রকে বলেন, যা তার পতিভক্তি ও আত্মত্যাগের প্রতীক এটি তৎকালীন সমাজে নারীর পতির প্রতি আনুগত্যের চরম দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এবং সূর্যমুখীর চরিত্রের মহত্ত্ব ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রকাশ করে

“আমি কি এতই হতভাগিনী যে, তোমার মত স্বামী পাইয়াও সুখী হইতে পারিলাম না?”

কুন্দনন্দিনী এই কথাটি নগেন্দ্রকে বলেন, যা তার অন্তরের গভীর যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানি প্রকাশ করে নগেন্দ্রকে ভালোবাসলেও তার মনে এক অপরাধবোধ কাজ করে, যা তাকে সুখী হতে দেয় না এবং তার মানসিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে

“আমার মরণই আমার শান্তি”

কুন্দনন্দিনী এই কথাটি তার জীবনের শেষে পর্যায়ে বলেন এটি তার চরম হতাশা, একাকীত্ব এবং জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার চূড়ান্ত প্রকাশ তার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি এই উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয় এবং পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে

“বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া কি অমৃত ফল আশা করা যায়?”

এই উক্তটি উপন্যাসরে মূল উপজীব্য এটি বোঝায় যে অন্যায় বা পাপরে বীজ বপন করলে তার ফল কখনোই শুভ হতে পারে না, বরং তা বষিময় হয় নগনেদ্র, কুন্দননন্দনী ও সূর্যমুখীর জীবনরে পরণিতি এই সত্যকে প্রমাণ করে

Questions & Answers

"বষিবৃক্ষ" উপন্যাসরে মূল বষিয়বস্তু কী?

এই উপন্যাসরে মূল বষিয়বস্তু হলো পরকীয়া প্রমে, পারবিারকি ভাঙন এবং এর বষিময় পরণিতি নগনেদ্র, সূর্যমুখী ও কুন্দননন্দনীর ত্রকিোণ প্রমেরে মাধ্যমে লখেক দখেয়িছেনে কীভাবে সামাজকি ও নতৈকি মূল্যবোধরে অবক্ষয় একটি সুখী পরবিারকে ধ্বংস করে দতিে পারে এবং এর ফলস্বরূপ ব্যক্তজিীবনে নমেে আসে চরম দুঃখ ও ট্র্যাজডেি এটি তৎকালীন সমাজরে নতৈকি সংকটকওে তুলে ধরে

উপন্যাসরে নামকরণ "বষিবৃক্ষ" কনে করা হয়ছে?

"বষিবৃক্ষ" নামটি উপন্যাসরে মূল থমিকে নর্দিশে করে এটি বোঝায় যে অনতৈকি প্রমে বা পাপরে বীজ বপণ করলে তার ফল কখনোই শুভ হতে পারে না, বরং তা বষিময় হয় নগনেদ্র, কুন্দননন্দনী ও সূর্যমুখীর জীবনে যে দুঃখ ও বপির্যয় নমেে আস,ে তা এই "বষিবৃক্ষ" রোপণরেই ফল এই নামকরণ উপন্যাসরে ট্র্যাজকি পরণিতকিে প্রতীকায়তি করে

নগনেদ্র দত্তরে চরত্রি বশি্লষেণ করুন

নগনেদ্র দত্ত উপন্যাসরে প্রধান পুরুষ চরত্রি তনিি একজন ধনী, শক্ষিতি ও গুণী জমদিার প্রথমদকিে তনিি সূর্যমুখীর প্রতি বশি্বস্ত ও আদর্শ স্বামী ছলিনে কন্তিু কুন্দননন্দনীর প্রতি তার আকস্মকি প্রমে তাকে নতৈকি স্খলনরে পথে নয়িে যায় তার চরত্রি দুর্বলতা, দ্বধিা এবং শষে পর্যন্ত অনুশোচনায় পরপিূর্ণ তনিি সমাজরে প্রচলতি মূল্যবোধ ও ব্যক্তগিত ইচ্ছার দ্বন্দ্বে জর্জরতি

সূর্যমুখী চরত্রিটি কীভাবে আদর্শ হন্দিু নারীর প্রতীক?

সূর্যমুখী উপন্যাসরে এক মহৎ চরত্রি তনিি পতব্রিতা, আত্মত্যাগী, ধর্যৈশীলা এবং বুদ্ধমিতী স্বামীর পরকীয়া জনেওে তনিি তাকে ক্ষমা করনে এবং তার মঙ্গল কামনা করনে তার নঃিস্বার্থ ভালোবাসা, ক্ষমাশীলতা এবং সংসাররে প্রতি গভীর নষ্ঠিা তাকে তৎকালীন সমাজরে আদর্শ হন্দিু নারীর প্রতীক করে তুলছেে তার চরত্রি নারীর আত্মমর্যাদা ও ত্যাগরে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

কুন্দননন্দনীর ট্র্যাজকি পরণিতরি কারণ কী?

কুন্দননন্দনীর ট্র্যাজকি পরণিতরি প্রধান কারণ হলো তার সরলতা, অসহায়ত্ব এবং নগনেদ্ররে প্রতি তার গভীর, কন্তিু অনাকাঙ্ক্ষতি প্রমে স সমাজরে প্রচলতি রীতনীতি ও নতৈকিতার বরিুদ্ধে গয়িে নগনেদ্রকে ভালোবাসে তার এই প্রমে তাকে একাকীত্ব, অপরাধবোধ এবং শষে পর্যন্ত আত্মহত্যার পথে ঠলেে দয়ে তার ভাগ্য ছলি করুণা উদ্রকেকারী

নগনেদ্র কনে কুন্দননন্দনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ছেলিনে?

নগনেদ্র কুন্দননন্দনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ছেলিনে তার সরলতা, নষ্পিাপ সৌন্দর্য এবং অসহায়ত্বরে কারণে কুন্দননন্দনী ছলিনে এক অনাথা বালকিা, যার প্রতি নগনেদ্ররে মনে প্রথমে করুণা জাগ,ে যা ধীরে ধীরে প্রমেে রূপান্তরতি হয় সূর্যমুখীর মতো বুদ্ধমিতী ও আত্মবশি্বাসী স্ত্রীর পাশে কুন্দননন্দনীর সরলতা তাকে নতুন এক

আকর্ষণ দযে এবং তার মনে এক নতুন অনুভূতরি জন্ম দযে

হীরা চরত্রিটি উপন্যাসে কী ভূমকিা পালন করে?

হীরা উপন্যাসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরত্রি সে একজন দাসী হলওে তার বুদ্ধমিত্তা ও চাতুর্য লক্ষণীয সে নগনে্দ্রকে ভালোবাসত এবং কুন্দননন্দনীকে তার প্রতদ্বিন্দ্বী মনে করত হীরা তার প্রতশিোধস্পৃহা চরতিার্থ করতে কুন্দননন্দনী ও নগনে্দ্ররে সম্পর্ককে আরও জটলি করে তোলে এবং শষে পর্যন্ত কুন্দননন্দনীর মৃত্যুর কারণ হয তার চরত্রি নতেবিাচক হলওে কাহনিীর গতপিথ পরবির্তনে সহায়ক

নগনে্দ্র ও সূর্যমুখীর পুনর্মলিন কীভাবে সম্ভব হয়ছেলি?

Spoiler: কুন্দননন্দনীর মৃত্যুর পর নগনে্দ্র গভীর অনুশোচনায দগ্ধ হন তনিি বুঝতে পারনে যে সূর্যমুখীই তার প্রকৃত ভালোবাসা ও আশ্রয সূর্যমুখীও তার স্বামীকে ক্ষমা করে দনে এবং তার প্রতি তার ভালোবাসা অটুট থাকে এই পারস্পরকি উপলব্ধি, ক্ষমাশীলতা এবং ভালোবাসার গভীরতার মাধ্যমইে তাদরে পুনর্মলিন সম্ভব হয, যা উপন্যাসরে শষে দকিে এক প্রকার শান্তি নযি়ে আসে

উপন্যাসে বধিবা ববিাহরে প্রসঙ্গ কীভাবে এসছে?

উপন্যাসে বধিবা ববিাহরে প্রসঙ্গ কুন্দননন্দনীর মাধ্যমে এসছে কুন্দননন্দনী একজন বাল্যবধিবা ছলিনে তৎকালীন সমাজে বধিবাদরে প্রতি যে কঠোরতা ছলি, তা তার জীবনরে অসহায়ত্বকে আরও বাড়য়িে তোলে যদওি তার ববিাহ নগনে্দ্ররে সঙ্গে হয, তবে এটি বধিবা ববিাহরে সামাজকি গ্রহণযোগ্যতা নযি়ে প্রশ্ন তোলে এবং তৎকালীন সমাজরে বধিবাদরে করুণ অবস্থাকে তুলে ধরে

নগনে্দ্ররে জীবনে কুন্দননন্দনীর আগমন কী প্রভাব ফলেছেলি?

নগনে্দ্ররে জীবনে কুন্দননন্দনীর আগমন এক বশিাল বপির্যয নযি়ে আসে তার আগমনে নগনে্দ্ররে সুখী দাম্পত্য জীবন ভঙেে যায, তনিি নতৈকি স্খলনরে শকিার হন এবং সমাজে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয কুন্দননন্দনীর প্রতি তার প্রমে তাকে পারবিারকি ও সামাজকি উভয দকি থকেইে বচি্ছন্নি করে তোলে, যা তার জীবনে চরম দুঃখ বয়ে আনে

সূর্যমুখী কনে গৃহত্যাগ করছেলিনে?

সূর্যমুখী নগনে্দ্ররে কুন্দননন্দনীর প্রতি আসক্তি এবং তাদরে ববিাহ মনেে নতিে না পরেে গভীর অভমিানে গৃহত্যাগ করছেলিনে তনিি অনুভব করছেলিনে যে তার স্বামী তাকে আর ভালোবাসনে না এবং তার উপস্থতিি নগনে্দ্ররে জীবনে অপ্রয়োজনীয তার এই গৃহত্যাগ ছলি তার আত্মমর্যাদা ও গভীর দুঃখরে প্রকাশ, যা নগনে্দ্রকে তার ভুলরে গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে

উপন্যাসরে শষে দকিে নগনে্দ্ররে মানসকি অবস্থা কমেন ছলি?

Spoiler: উপন্যাসরে শষে দকিে নগনে্দ্র গভীর অনুশোচনা, আত্মগ্লানি এবং মানসকি যন্ত্রণায ভুগছলিনে কুন্দননন্দনীর মৃত্যু এবং সূর্যমুখীর অনুপস্থতিি তাকে চরম একাকীত্বে ঠলেে দযে তনিি তার ভুল বুঝতে পারনে এবং তার কৃতকর্মরে জন্য অনুতপ্ত হন তার মানসকি অবস্থা ছলি বপির্যস্ত, যা তার পাপরে প্রায়শ্চত্তিরে ইঙ্গতি দযে

এই উপন্যাসরে মাধ্যমে লখেক কী বার্তা দতিে চয়েছেনে?

বঙ্কমিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায এই উপন্যাসরে মাধ্যমে মূলত নতৈকিতা, পারবিারকি মূল্যবোধ এবং পরকীয়া প্রমেরে বষিময পরণিতি সম্পর্কে বার্তা দতিে চয়েছেনে তনিি দখেয়িছেনে যে সামাজকি রীতনীতি ও নতৈকিতার লঙ্ঘন কীভাবে ব্যক্তি ও পরবিার উভয়কইে ধ্বংস করে দযে লখেক তৎকালীন সমাজরে নতৈকি অবক্ষয এবং এর

কুফল সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন

দবেেন্দ্র চরত্রিটি উপন্যাসে কী ভূমকিা পালন কর?ে

দবেেন্দ্র উপন্যাসরে একটি নতেবিাচক চরত্রি সে একজন লম্পট ও চরত্রিহীন ব্যক্তি সে কুন্দনন্দনিীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে পাওয়ার জন্য বভিন্নি ষড়যন্ত্র করে দবেেন্দ্ররে চরত্রি উপন্যাসরে জটলিতা বাড়ায় এবং কুন্দনন্দনিীর দুঃখজনক পরণিতরি অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার উপস্থতিি কাহনিীর নাটকীয়তা বৃদ্ধি করে

“বষিবৃক্ষ” উপন্যাসরে সামাজকি প্রক্ষোপট কী ছলি?

“বষিবৃক্ষ” ঊনবংিশ শতাব্দীর বাংলার সামাজকি প্রক্ষোপটে রচতি এই সময়ে বধিবা ববিাহ, বহুববিাহ, নারী শক্ষিা এবং পারবিারকি মূল্যবোধ নয়িে সমাজে নানা বতির্ক ও পরবির্তন আসছলি উপন্যাসটি তৎকালীন সমাজরে এই জটলিতা, নতৈকি সংকট এবং নারীর অবস্থানকে তুলে ধরে এটি সইে সময়রে সামাজকি রীতনিীতি ও কুসংস্কাররে এক বাস্তব চত্রি